আমাদের বনসম্পদ

আমার জনৈক বন্ধু সম্প্রতি বিলাত, ফ্রান্স, ইটালি, সুইটজারল্যান্ড প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে দেশে ফিরেছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওসব দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কেমন লাগলো? তিনি বললেন, ভারতবর্ষের মতো প্রাকৃতিক শোভা কোথাও চোখে পড়লো না। আমি প্রশ্ন করলুম, কেন? সারে? ডরসেটশায়ার? ডেভন? সুইটজারল্যান্ড? তিনি বললেন, ভারতবর্ষের মতো শ্যামল বনসম্পদ কোথাও নেই। সুইটজারল্যান্ড হোটেলের রাজ্য। সবাই দোকান সাজিয়ে বসে আছে, প্রকৃতির শোভাকে পণ্য করে। তার চেয়ে কাশ্মীর সহস্রগুণে ভালো। ইংল্যান্ড। গোড়া দেশটাই শহর বা শহরতলীতে পরিণত হয়েছে। মন অবকাশ পায় তেমন উদার প্রাকৃতিক শোভা ও শ্যামল বিস্তার ইংল্যান্ডের কোথাও নেই। বনের মধ্যে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে। সারাবাঙ্ক চড়ে নরনারী দলে দলে পিকনিক করতে যায়, আর সার্ডিন মাছের টিন, বিস্কুটের কৌটো, কাগজের ব্যাগ সেখানে ছড়িয়ে রেখে আসে। বন বলতে যা বোঝায় ইংল্যান্ডে কোথাও তা নেই।

বন্ধুকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি সিংভূম অরণ্য অঞ্চলে কখনো গিয়েছেন? তিনি যাননি। বন্ধুর এ কথার পরে চোখ বুজে আমি বিরাট সারেন্ডা অরণ্যের কথা চিন্তা করলুম। মাইলের পর মাইল চলে যাও, জনহীন নিস্তব্ধ অরণ্যানী শুধু শাল, পিয়াশাল, পলাশ, অর্জুন—কোথাও পাহাড়ি ঝরনা কুলুকুলু রবে বেয়ে চলেছে উপল-বিস্তৃত পথে, কোথাও অসংখ্য নাম-না-জানা বনফুল গিরিনদীর পাষাণতট আলো করে আছে, গভীর রাত্রে সে অঞ্চলে ক্বচিৎ শোনা যাবে ময়ূরের কেকারব, বন্য হস্তীর বৃংহতি, বন্য কুক্কুটের চিৎকার। এই বন মনে যে ধ্যানের খোরাক যোগায়, বিরাটের যে মহিমময় রূপকে চোখের সামনে এনে হাজির করে, অন্তরের অন্তঃস্তলে যে গভীর উপলব্ধির সন্ধান জাগায় সে আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখেছি এবং বুঝেছি, লোভী কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর কবলে পড়ে গেছে এই বিরাট আদিম অরণ্যানী, বোধ হয় আগামী দশ বছরের মধ্যে এর অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে কাঠুরের কুঠারের মুখে। আমাদের বংশধরেরা অরণ্য বলে কোনো জিনিস আর কোনোদিন চোখেও দেখতে পাবে না,—শুধুমাত্র কোনো কোনো বইয়ে তার বিবরণ পড়ে অবাক হয়ে ভাববে এই বনসম্পদের কথা। যেমন আমরা আজ রামায়ণে বনবর্ণনা পাঠ করে অতীত দিনের ভারতবর্ষের সেই আদিম অরণ্যানীর কথা হারানো স্বপ্নের মতো মনে আনবার চেষ্টা করি।

(পদাতিক—প্রথমবর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা; দোল সংখ্যা, ৪ঠা মার্চ ১৯৫৯, পৃ. ১১ স্তম্ভ ১-২। দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।)—নির্বাহী সম্পাদক।